PRINT

সমকাল

মহিলা শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো অন্যায় সহ্য করব না

১৩ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ১০ দফা দাবি মেনে নেওয়ার পরও তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, সাধারণ ছাত্রদের দাবি ভিসি মেনে নেওয়ার পরও তারা নাকি আন্দোলন করবে। কেন করবে জানি না। এরপর আন্দোলন করার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে?

আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরে তিনি বলেন, কোনো অন্যায়-অবিচার সহ্য করব না, করিনি। ভবিষ্যতেও করব না। যারাই করুক, সে যে-ই অপরাধী হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। কারণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পানি ও গ্যাস নিয়ে সাম্প্রতিক চুক্তিগুলোর বিষয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেছেন, মানুষের মাঝে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য জেনেশুনে জ্ঞানপাপীরা এ নিয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছে। তবে দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তার সরকার কাজ করছে। বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলব, কারও কাছে মাথা নিচু করে নয়। তিনি বলেন, 'যদি ন্যায্য অধিকার আদায় করে থাকি, আমি শেখ হাসিনাই করেছি। হিসাব করলে বাংলাদেশেরই লাভ বেশি।'

গতকাল শনিবার রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহিলা শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও করেন শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলনের এক যুগ পর এই সংগঠনের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

এর আগে সকালে সম্মেলনস্থলে পৌঁছেই জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি রওশন জাহান সাথী ও সাধারণ সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূঁইয়া এমপি।

আবরার হত্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনার পর আমরা তো পিছিয়ে থাকিনি। কোন দল করে, সেটা নয়, খুনিকে খুনি হিসেবে দেখি। অন্যায়কারীকে অন্যায়কারী হিসেবেই দেখি। অত্যাচারীকে অত্যাচারী হিসেবেই দেখি। খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারও আন্দোলনের অপেক্ষা করিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের গ্রেফতার এবং ভিডিও ফুটেজ থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু এই ভিডিও ফুটেজ যখন সংগ্রহ করছে, তখন শিক্ষার্থীরা বাধা দিয়েছিল। কেন বাধা দিয়েছিল, জানি না।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমার কাছে পুলিশের আইজিপি ছুটে আসলেন- কী করব। বললাম, তারা কী চায়। বলল, কপি চায়। বললাম কপি করে তাদের দিয়ে দাও। তোমরা তাড়াতাড়ি ফুটেজটা নাও। এটা নিলেই তো আমরা আসামি চিহ্নিত করতে পারব, ধরতে পারব, দেখতে পারব এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে পারব। এই তিন-চার ঘণ্টা সময় যদি নষ্ট না করত, তাহলে তার আগেই হয়তো অনেকে পালাতে পারত না। তারা ধরা পড়ত। এখানে সন্দিহান হওয়ার কিছু ছিল না। বিষয়টা কী আমি জানি না। সন্দিহান, নাকি যারা জড়িত তাদের বাধা! কোত্থেকে কী করেছে, বুঝতে পারি না। মনে হলো যেন আসামিদের চলে যাওয়ার একটা সুযোগই করে দেওয়ার চেষ্টা। আমি কিন্তু এক মিনিটও দেরি করিনি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। এ ধরনের অন্যায় করলে কখনও তা মেনে নেওয়া যায় না।'

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্রবাজি শুরুর জন্য পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক শাসকদের দায়ী করে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া থেকে শুরু করে এরশাদের আমল- সব সময় ছিল একটা অস্ত্রের ঝনঝনানি। মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। 'হিজবুল বাহার' নামের যে জাহাজে জাতির পিতা বাংলাদেশের জনগণকে হজ করতে পাঠাতেন, সেটা হয়ে গেল প্রমোদতরী।

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের কোন্দলে গোলাগুলিতে বুয়েটে সাবেকুন নাহার সনি হত্যার ঘটনাটি তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, সেই হত্যার কি বিচার হয়েছে? তখন কে প্রতিবাদ করল? তখন বুয়েটের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তো নামেনি। তাদের তো তখন প্রতিবাদ করতে দেখিনি, তারা কোনো কথাও বলেনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে সবার কথা বলার অধিকার আছে। বলতে পারে অন্তত, এই সুযোগটা আছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় গিয়ে জাতির পিতার খুনিদের পুরস্কৃত করলেন। একেকটা হত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দিলেন। সাত খুনের আসামিকে নেতা বানালেন- কে তখন প্রতিবাদ করেছে? তখন মানবাধিকারের চিন্তা ও ন্যায়নীতিবোধ কোথায় ছিল? এত যে ছাত্র হত্যা হয়েছে, কয়টার বিচার কে করেছে? যখনই আওয়ামী লীগ সরকারে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করেছি। এর বাইরে কি আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে কোনো বিচার হয়েছে?

প্রধানমন্ত্রী তার সাম্প্রতিক ভারত সফরকালে দেশটির সঙ্গে স্বাক্ষরিত গ্যাস ও পানি সংক্রান্ত চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক বিষয়ে সমালোচনারও জবাব দেন। ত্রিপুরার সঙ্গে ফেনী নদীর পানি বণ্টন ইস্যুতে তিনি বলেন, খাগড়াছড়ির মাটিরাঙার ভগবানটিলায় ফেনী নদীর উৎপত্তি। সেটার বেশিরভাগই সীমান্তে। ভারতের ওই অংশের মানুষের পান করার পানির অভাব। এ ছাড়া সীমান্তের পানিতে দু'দেশেরই সমান অধিকার থাকে। সেখান থেকে একটু পান করার পানি দেব, তাতেই এত আন্দোলন, কান্নাকাটি। সেটা নিয়েই সমালোচনা- নদী বেচে দিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা আমাদের সাহায্য করেছিল, আশ্রয়ও দিয়েছিল। এটা তো ভুলে যেতে পারি না। কেউ মৃত্যুর সময়ও পানি চাইলে দিতে হয়।

ভারতে এলপিজি রফতানি বিষয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ আমদানি করে আনা এবং দেশে উৎপাদিত কিছু এলপিজি বোতলজাত করে রফতানি করবে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রফতানির একটা পণ্য বাড়ছে। আর দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকগুলো কোম্পানি কাজ করছে।

আক্ষেপের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু হলেই বলে এ সরকার ভোটের মাধ্যমে আসেনি। জনগণের ভোটেই যদি নির্বাচিত না হতাম, বিরোধী দল এতদিন টেনে নামিয়ে দিত। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচন করে তো খালেদা জিয়া দুই মাসও টিকে থাকতে পারেনি। জনগণই আন্দোলন করে টেনে নামিয়েছে। আর আওয়ামী লীগের সময় এবারের নির্বাচনে তো বিএনপি কয়েকটি আসন পেয়েছে, সংসদে গিয়েছে। উপনির্বাচনেও পাস করেছে। কোনো নির্বাচন নিয়ে তো কোনো কথা বলেনি।

বাংলাদেশে নারীদের অগ্রগতি এবং এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সরকারের নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, একাত্তরে নির্যাতনের শিকার মেয়েদের উদ্ধার করে তাদের সেবাযত্ন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এখন সমাজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেউ নির্যাতনের শিকার হলে মুখ ফুটে বলতে পারে। একাত্তরে সেই পরিস্থিতি ছিল না। সে সময় বঙ্গবন্ধু তাদের পুনর্বাসন করেন। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে যাতে নারীর অবস্থান থাকে, সেজন্য নারীর জন্য ১০ শতাংশ কোটা করে দেন বঙ্গবন্ধু।

তিনি বলেন, একটা সমাজ নারীকে ছাড়া একা উঠে দাঁড়াতে পারে না। এজন্য শিক্ষারও প্রয়োজন। সেজন্য বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নারী শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা অবৈতনিক করে দেওয়া হয়েছে। তবে নারীদের

আসল স্থান তৈরি করে নেওয়ার কাজটা তাদের নিজেদেরই করতে হবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ইসলামে ধর্মের নামে নারীদের ঘরে আটকে রাখার সুযোগ নেই। প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন একজন নারী, বিবি খাদিজা (রা.)। তিনি মহানবীর (সা.) স্ত্রী হয়েও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। বিবি খাদিজা (রা.) ইসলাম প্রচারে মহানবীকে সহযোগিতা করেছেন। তাই ধর্মের নামে নারীদের ঘরে আটকে রাখার কোনো সুযোগ নেই।

গত ১০ বছরে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি ও মানুষের কল্যাণে তার সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। ইনশাল্লাহ ওই সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পারব।

সংগঠনের সভাপতি রওশন জাহান সাথীর সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে আরও বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সুরাইয়া আক্তার। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক শামসুন্নাহার ভূঁইয়া এমপি। শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতানা আনোয়ার। পরিচালনা করেন সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব কাজী রহিমা আক্তার সাথী। বিকেলে একই স্থানে সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com